সম্পাদকীয়

স্বৈরাচার, গণতন্ত্র, ফ্যাসীবাদ

আমাদের আশংকাই শেষ পর্যন্ত সত্য প্রমাণিত হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সশস্ত্র সন্ত্রাসের সাম্প্রতিক পুনরাবির্ভাবে সন্ত্রস্ত হয়ে আমরা একাধিক সম্পাদকীয় নিবন্ধে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করি। কিন্তু আমাদের প্রয়াস অরণ্যরোদনে পরিণত হয়, কোন মহল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস রোধের আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে আবার রক্তপাত হলো, আরো একটি মূল্যবান জীবন ঝরে গেল। সন্ত্রাসের প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রাণ দিতে হলো মঈন হোসেন রাজুকে সন্ত্রাসীদের গুলিতে। না মঈন হোসেন রাজু সশস্ত্র ছিলেন না, তিনি সন্ত্রাসী ছিলেন না, তবে তিনি সন্ত্রাসের প্রতিবাদে তাৎক্ষণিক ও স্বতস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হয়েছিলেন। সে অপরাধে রাজুকে শহীদ হতে হলো। কিন্তু এই কি শেষ। এরপর ঘাতকের বুলেট কাকে বিদ্ধ করবে? কোন্ ছাত্র বা ছাত্রী বা শিক্ষক বা শিক্ষিকা বা নিরীহ পথচারী ঘাতকের পরবর্তী শিকার? যে বা যারা দায়ী রাজুর বর্বর হত্যাকাণ্ডের জন্যে তাদের কি বিচার হবে? গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে আজ বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। কিন্তু সন্ত্রাস করতে গিয়ে নয়, সন্ত্রাসের প্রতিবাদ করতে গিয়ে কেন রাজুকে প্রাণ দিতে হলো? কারণ 'বিটুইন টু ফায়ারস ওনলি ডেভিল ক্যান সার্ভাইব', অর্থাৎ দুই আগুনের মধ্যে কেবল শয়তানই টিকে থাকতে পারে। তাহলে কি বাংলাদেশে শুধু শয়তানরাই টিকে থাকবে?

বাংলাদেশে রক্ত ঝরছে অবিরাম, 'ব্লাড বিগেটস্ ব্লাড', রক্তের ঋণ রক্ত দিয়ে শোধ করতে হয়, কিন্তু রাজু কেন? রাজু তো কারো রক্ত ঝরায়নি, রাজু তো রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে চেয়েছিল, সে অপরাধে? এ সব প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই ওঠে, কিন্তু এসব প্রশ্ন কার উদ্দেশে করা হয়? কে এ প্রশ্নের জবাব দেবে? কে রাজুর প্রাণহানির দায়িত্ব নেবে? আমরা জানি, কেউ ঐসব প্রশ্নের উত্তর দেবে না, কেউ দায়িত্ব নেবে না ঐ মৃত্যুর। এমনই এক বাংলাদেশে আমরা আজ বাস করছি, যে বাংলাদেশে সিয়াম ও সংযমের মাস রমজানের পবিত্রতার কোনো মূল্য নেই, এফতার বা তারাবী নামাজের সময়ের কোনো মূল্য নেই। তাই পবিত্র রমজান মাসে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে এফতারের সময় রাজুকে শাহাদাতবরণ করতে হয়! রাজুর পিতা, মাতা, ভাই, বোন, আত্মীয়-পরিজন, সতীর্থ বন্ধু ও আপনজনদের সান্ত্বনা দেবার, সমবেদনা জানাবার ভাষা বা নৈতিক অধিকার আমাদের নেই। আমরা শুধু পরমকরুণাময় আল্লাহতায়ালার দরবারে প্রয়াত রাজুর আত্মার মাগফেরাত কামনা করতে পারি। আমরা শুধু আল্লার কাছে রাজুর হত্যাকারীদের বিচার চাইতে পারি। আর কিইবা আমরা করতে পারি, এমনি অসহায় আমরা। প্রকৃতির বিচারের ওপরেই রাজু হত্যার বিচার ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই আজ আমাদের।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সত্তর বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী বর্তমান সঙ্কটকালের মধ্যে শুধু একটাই আশার আলো দেখতে পাওয়া যায়, সমস্ত দেশের বিবেক যখন স্তব্ধ তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাই সন্ত্রাসের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। যদি সন্ত্রাসীদের বুলেট বা বোমা কিংবা তাদের পৃষ্ঠপোষক ও সহায়তাদানকারীদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় ঐ সন্ত্রাসবিরোধী প্রতিবাদকে স্তব্ধ করে দিতে না পারে, যদি সন্ত্রাসীবিরোধী প্রতিবাদ সন্ত্রাসবিরোধী প্রতিরোধে রূপান্তরিত হতে পারে তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই সন্ত্রাসকে নির্মূল করা সম্ভব হবে। লক্ষ্য করা গেছে যে, 'রাজু হত্যার পরদিন সকালে শোক শোভাযাত্রার ওপর বোমা ও কাঁদানে গ্যাস হামলা হয়েছে, শোক শোভাযাত্রা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যেও কিছু অসমসাহসী ছাত্র পুনরায় আওয়াজ তুলেছে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। এই প্রতিবাদকারীদের অস্ত্র নেই, পৃষ্ঠপোষকতা নেই সত্যি, কিন্তু তাদের যা আছে তা সন্ত্রাসীদের নেই। তাদের আছে নৈতিক মনোবল, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সহস্র প্রতিকূলতার মধ্যেও প্রতিবাদ করার সৎ সাহস। আমরা এই সাহসী যুবকদের সালাম জানাই তাঁদের নৈতিক মনোবলের জন্যে, তাঁরা যদি সন্ত্রাসের প্রতিবাদে বিরত না হন তাহলে তাদের সংখ্যা অচিরেই বৃদ্ধি পাবে কারণ আমাদের বিশ্বাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৯৯.৯ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসীদের কোনো সম্পর্ক নেই। নৈতিক বলে বলীয়ান সাহসী ছাত্রসমাজের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সামনে কখনো মুষ্টিমেয় সশস্ত্র সন্ত্রাসী টিকতে পারে না, যতো শক্তই হোক তাদের খুটির জোর, যতো শক্তিশালী হোক তাদের পৃষ্ঠপোষকতা। এ সংগ্রাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম, মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের সংগ্রাম, এ সংগ্রামে ন্যায়ের জয় অবশ্যম্ভাবী। এই চিরন্তন সত্যে আমরা বিশ্বাসী।

দীর্ঘ স্বৈরশাসনের পর গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে না পারলেও সন্ত্রাস যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে তার প্রমাণ দিনে দিনে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। আজ স্বৈরশাসন নেই কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন আছে কি? চারদিকে ফ্যাসিস্ট প্রবণতা, বিরোধীদলের সভা ভঙ্গ, ধর্মঘটী শ্রমিকদের বাসস্থানে হামলা, সন্ত্রাসের প্রতিরোধে স্বতস্ফূর্ত মিছিলের ওপর গুলি, বোমা ও গ্যাস আর রক্তপাত গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের ফ্যাসীবাদেরই পূর্ব লক্ষণ! চরম নৈরাজ্যের অশনি সংকেত চারদিকে, এর কোনো প্রতিকারের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এমন এক চরম নৈরাশ্য ও হতাশাব্যঞ্জক পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে একমাত্র আশার আলো সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ঐ সাহসী যুবকদের বলিষ্ঠ কণ্ঠের আওয়াজ, রাজু ছিলেন যাঁর অন্যতম। দীর্ঘ স্বৈরাচারের বিরুদ্ধেও এমনিভাবেই প্রতিবাদ, প্রতিরোধ আর সংগ্রামের শুরু হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে ধরে রাখা যায়নি, স্বৈরাচার পতনের সুফলকেও ধরে রাখা যাচ্ছে না। দেশে ফ্যাসীবাদের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে স্বৈরাচারের মতো সন্ত্রাসবাদ বা ফ্যাসীবাদও টিকে থাকতে পারবে না, অতীত ইতিহাস সে সাক্ষ্য দেয়। ষাটের দশকে সন্ত্রাসী এনএসএফ টিকে থাকতে পারেনি, তাদের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল মুষ্টিমেয় নিরস্ত্র ছাত্রসমাজ থেকে। নব্বইয়ের দশকে তার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। ষাটের দশকে আইউব-মোনায়েম ফ্যাসিস্টচক্রের সশস্ত্র অনুচরেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংস করতে পারেনি, নব্বইয়ের দশকে নব্য ফ্যাসিস্টদের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংস করতে পারবে না---এ প্রত্যয় আমাদের আছে। সমগ্র দেশ ও জাতি আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের দিকে চেয়ে আছে।

তারিখ 15 MAR 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...
আজকের কাগজ
06